সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর বক্তব্য

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নানাবিধ কার্যক্রমের তথ্য, উপাত্ত ও লেখচিত্রসহ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। প্রথম অংশে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতিসহ সার্বিক রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিষয়ক তথ্য, দ্বিতীয় অংশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পর্যালোচনা, তৃতীয় অংশে খাতভিত্তিক, দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব আহরণ, মামলা, বকেয়া এডিআর ও অন্যান্য তথ্যের সারনী, চতুর্থ অংশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রমসহ প্রকল্পসমূহের কাজের বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং পঞ্চম অংশে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবির এ্যালবাম।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রায় ৬০% সংগ্রহ করে থাকে। কর রাজস্বের প্রায় ৯৬% এবং মোট রাজস্বের প্রায় ৮৬% রাজস্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করে থাকে। মোট রাজস্বের অবশিষ্ট ৩%-৪% রাজস্ব আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (যেমন- মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব ও স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি) হতে এবং ১১%-১২% কর বহির্ভূত রাজস্ব (বিভিন্ন প্রশাসনিক ফি, চার্জ, রেলপথ, ডাক, টোল, লেভী, সুদ ইত্যাদি) হিসেবে আহরিত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৩৫,০২৮ কোটি টাকার বিপরীতে ১,৩৫,৭০০.৭০ কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে গত অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১২.৩২%।

স্বাধীনতা উত্তোর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে এনবিআর কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬৬ কোটি টাকা। চার দশকের ব্যবধানে (অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৪-১৫) এই রাজস্বের পরিমাণ ৮১৭ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিরন্তর পরিশ্রম করে এ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করেছে। এ বিশাল অর্জনে ব্যবসায়িক সংগঠনসহ সকল ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের সহযোগিতাকে এনবিআর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" নীতির আওতায় একটি আধুনিক "ডিজিটাল এনবিআর" প্রতিষ্ঠাসহ কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে এবং গণমুখী রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

ডিজিটাল এনবিআর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- VAT Online Project এর সফল বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান;
- শুল্ক ভবন ও বৃহৎ স্থল শুল্ক স্টেশনে অনলাইনভিত্তিক ASYCUDA World সফটওয়্যার স্থাপন;
- আমদানি স্টেশনসমূহের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন সংযোগ স্থাপন;
- National Single Window চালুর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে কানেকটিভিটি স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ;
- e-TIN ব্যবস্থা প্রবর্তন, e-Filing এবং e-Payment ব্যবস্থা চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- Electronic Tax Deduction at Source (e-TDS) প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

গণমুখী রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬/১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪(১) মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যপ্রণালী নির্ধারণের লক্ষ্যে খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- মামলাজট নিরসনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সক্রিয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিভাগীয় শহরসহ গুরুত্বপূর্ণ জেলায় করসেবা ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন;
- ঢাকায় রাজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং একটি সমন্বিত প্রকল্পের অধীনে ৬৪টি জেলা শহরে রাজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ।

রাজস্ব সংক্রান্ত আইন ও বিধির সংস্কারঃ

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণয়ন;
- বাংলা ভাষায় কাস্টমস এ্যাক্ট এর খসড়া চূড়ান্তকরণ;
- Direct Tax Code এর খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন ও বিধিমালা বাংলায় প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অব্যহত উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহঃ

- রাজস্ব ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে অনলাইন মূসক ব্যবস্থা ও অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিল ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- কর প্রশাসনের অটোমেশন এবং তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মাণ;
- করজাল সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ এবং কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ;
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং সভা আয়োজনের মাধ্যমে করসেবা ও পরিপালন নিশ্চিতকরণ;
- উচ্চ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ;
- করদাতা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সদাচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ;
- উৎসে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে মনিটরিং জোরদারকরণ;
- নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা তৎপরতাভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- আমদানি পর্যায়ে মিথ্যা ঘোষণা ও অবমূল্যায়ন রোধে তদারকি জোরদারকরণ;
- সুষ্ঠু বন্ড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি রোধ ও দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
- বকেয়া কর আহরণ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিতকরণ;
- কো-অর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্টসহ WTO এর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন;
- ব্যবসায়ী সংগঠনসহ বিভিন্ন অংশীজনের সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ অনুষ্ঠান।

জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তৃতীয় উন্নয়ন অর্থায়ন সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের (SDG) জন্য যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ১৭ নং লক্ষ্যমাত্রায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে রাজস্ব প্রশাসনকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর আওতায় সকল উন্নয়ন কার্যক্রম অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করার ঐতিহাসিক ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থের যোগান বাড়াতে হবে এবং আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে হলে রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, সরকারের পক্ষে এই রাজস্ব আহরণের দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর এর হলেও সকলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া সেটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। জনগণের দেয়া রাজস্ব যেন কেউ ফাঁকি দিতে না পারে সে জন্য আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে। আশাকরি, সকলের সহযোগিতায় স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সক্ষম হবে।

পরিশেষে, যে সকল সহকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় রাজস্ব আহরণের মতো দুরুহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাদেরকে এবং এ প্রতিবেদন সংকলন ও সম্পাদনের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তারিখ ঃ ঢাকা,
৮ ফাল্গুন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।